গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
অপারেশন ও পরিকল্পনা পরিদপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস

তারালাপনীঃ ৯৮৩৪৩৩৮, সামরিক-৪৩৩৮
ফ্যাক্স নম্বর ঃ ৯৮৩৪৩৯৯

০৬.০০.০০০০.০০৪.২৭.০৩.১৮/অপস(প্ল্যান)/২৫০ ২৭ মার্চ ২০১৮

তেজগাঁও বিমান বন্দরের গুরুত্ব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা

বরাত ঃ

ক। বিমান সদর, প্রশাসনিক শাখা (পূর্ত পরিদপ্তর) পত্র নং ০৬.০৩.২৬০০.০৩৮.৬৮.০২১.১৭.৭১২-১/৭১ক তারিখ ১২ মার্চ ২০১৮ (সকলকে নয়)।

খ। বিমান সদর, পরিচালন শাখা (এটিএস পরিদপ্তর) পত্র নং ০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০০৭.১৭.০১০/২৯ক তারিখ ২০ মার্চ ২০১৮ (সকলকে নয়)।

১। গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) ১৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তেজগাঁও বিমান বন্দর এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং একই সাথে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সাথে উল্লেখ করেন যে, অতি সম্প্রতি বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারী সংস্থা বা ব্যাক্তি কর্তৃক এই বিমান বন্দর এর নিরাপদ ব্যবহার বিঘ্নকারী কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যার মধ্যে বিমান বন্দর এর নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে সুউচ্চ বহুতল ভবন নির্মানের প্রবনতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিমান বন্দর এর উড্ডয়ন নিরাপত্তা বিঘ্নকারী এ সকল উদ্যোগ অতি সত্বর পরিহার যোগ্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী এই বিমান বন্দর এর প্রয়োজনীয়তা, নিরাপত্তা বিঘ্নকারী বিষয় এবং সার্বিক নির্দেশনা সমূহ ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

২। বর্তমানে বিমানবন্দরটি বিমান বাহিনীর বিভিন্ন Fixed wing বিমান (পরিবহন বিমান, বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ বিমান ইত্যাদি) ও হেলিকপ্টার এবং আর্মি এভিয়েশনের হেলিকপ্টার/Fixed wing বিমান উঠা-নামায় নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ রানওয়েটি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফাইটার এয়ার ক্রাফটসহ অন্যান্য এয়ার ক্রাফটের জরুরী অবতরন ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত। সামরিক বিমান ছাড়াও সিভিল বিমানের ক্ষেত্রেও এটি একটি ইমারজেন্সী এয়ারপোর্ট হিসেবে পরিগনিত।

৩। এখান থেকেই Fixed wing বিমান এবং হেলিকপ্টার এর সমন্বয়ে VVIP/VIP ফ্লাইটসমূহ প্রতিনিয়ত পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও দেশের প্রয়োজনে যে কোন ক্রান্তিকালে এ বিমান বন্দরটি ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য বিমান বাহিনী উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং অব্যাহতভাবে উড্ডয়ন ও অপারেশনাল কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রনাধীন এই বিমান বন্দরকে একটি পূর্ণাংগ বিমান বন্দর হিসেবে ব্যবহার ও পরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী রানওয়েসহ অন্যান্য উড্ডয়ন অবকাঠামো যথাযথ পেশাদারী কাজে ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে।

৪। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর তত্ত্বাবধানে দেশের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইভেন্ট অনুষ্ঠানের জন্য সাময়িকভাবে এই বিমান বন্দরটি Notice to Airman (NOTAM) এর মাধ্যমে বন্ধ রাখা হয় এবং অনুষ্ঠান শেষে পুনরায় সচল করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৮ সালের বন্যার সময় ঢাকা শহরের একমাত্র এই স্থানটিতে জলাবদ্ধতা হয় নাই, তখন থেকেই এটি ইমারজেন্সী রিলিফ বিতরন (Disbursement) এলাকা হিসেবে পরিগনিত। এটি শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর নয়, বরং বাংলাদেশের জন্য একটি বিশেষ সম্পদ। এছাড়াও, সম্প্রতিকালে নেপালে ভূমিকম্প উদ্ধার কার্যে আপদ কালীন রানওয়ে হিসেবে ব্যবহার এর তাৎপর্যকে আরো বৃদ্ধি করেছে। এটিকে সচল রাখার জন্যই মেট্রোরেলের রুট এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও আনয়ন করা হয়েছে।

৫। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তেজগাঁও বিমানবন্দরের চতুর্পার্শ্বে স্থাপনা নির্মাণের সীমাবদ্ধতা সিভিল রুল্‌স-১৯৮৪ (CAR-84 সংশোধিত) এর আলোকে প্রকাশিত Manual of Aerodrome Standard, CAAB; Air Navigation Order-ANO (AD) A-1, এ বর্ণিত আইনানুসারে নিশ্চিত করার জন্য CAAB-এর দায়বদ্ধতা আছে। এই আইন International Civil Aviation Organization (ICAO) এর Annex-14 (Aerodromes)-এর বিধি-বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য অবশ্য পালনীয়। এর প্রেক্ষিতে, তেজগাঁও বিমান বন্দরের আশেপাশের এলাকায় ভবন/স্থাপনা নির্মাণের উচ্চতা সীমাবদ্ধতা (Height Restriction) এর ম্যাপ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য সংলগ্নী ১ হিসাবে সংযুক্ত করা হলো। তেজগাঁও রানওয়ে সংলগ্ন ২ কিলোঃ ব্যাসার্ধের মধ্যে ১৫০ ফুট উচ্চতার বেশী বহুতল ভবন নির্মান হলে যেসকল সমস্যা/ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক। তেজগাঁও রানওয়ে সংলগ্ন ১৫০ ফুট উচ্চতার বেশী বহুতল ভবন নির্মাণ হলে নিরাপদে বিমান উড্ডয়ন এবং অবতরণের ক্ষেত্রে বিরাট ঝুকির সৃষ্টি হবে।

খ। রানওয়ের আশে-পাশে বহুতল ভবন নির্মিত হলে বিমান কসরতটি পরিত্যাক্ত করতে হবে এবং ১৬ ডিসেম্বর এর মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টও এখানে পালন করা সম্ভব হবে না।

গ। ঢাকা এলাকার মধ্যে এটিই একমাত্র আপদকালীন চিহ্নিত জায়গা যেটা বিনষ্ট করা হলে এর সুদূর প্রসারী ক্ষতিকর দিক রয়েছে।

ঘ। এ ছাড়া ১৫০ ফুট উচ্চতার বিপদ কারিগরী হিসেব, রানওয়ের বিভিন্ন দিক পরিমাপ অনুযায়ী সেফটি স্পেস, এর গ্লাইড পাথ এবং এপ্রোচ ফানেল এর হিসেবসহ বিভিন্ন কারিগরী দিক রয়েছে যা বহুতল ভবন নির্মানে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

৬। উপরোল্লিখিত প্রেক্ষাপটসমূহ বিবেচনা করতঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেনঃ

ক। ১৩০০ ফুট (৪০০ মিটার) ব্যাসার্ধের বৃত্তের ভিতরের এলাকা সমুহের বাসিন্দাগন বাংলাদেশ গেজেট এর নিয়ম অনুযায়ী ১ঃ৭ অনুপাতিক হারে (রানওয়ে মধ্য রেখা হতে উভয় পাশে ২৫০ ফুট এলাকা বাদ দিয়ে) ভবনের উচ্চতা প্রাপ্য হবেন।

খ। ১৩০০ ফুট (৪০০ মিটার) বৃত্তের বাইরে থেকে পরবর্তী ১৩,০০০ ফুট (৪ কিঃমিঃ) পর্যন্ত এলাকা সমূহের ভবন মালিকগণকে ভবন/স্থাপনা নির্মাণ ১৫০ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা অত্যাবশ্যক।

গ। বিমান উড্ডয়ন/অবতরন পথে (Approach Funnel) এলাকা সমুহের বাসিন্দাগন বাংলাদেশ গেজেট এর নিয়ম অনুযায়ী ১ঃ৫০ আনুপাতিক হারে ভবনের উচ্চতা প্রাপ্ত হবে (স্টপওয়ে ২০০ ফুট এর শেষ প্রান্ত হতে)।

ঘ। রানওয়ের ২০০ ফুট স্টপওয়ের শেষ প্রান্ত হতে পরবর্তী ১৩,০০০ ফুট (৪ কিঃমিঃ) পর্যন্ত বিমান উড্ডয়ন/অবতরণ পথে (Approach Funnel) এলাকা সমূহের ভবন মালিকগণকে ভবন/স্থাপনা নির্মাণ ১৫০ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক।

ঙ। যে সকল এলাকা উক্ত ৪ কিঃ মিঃ সীমানার মধ্যে রয়েছে তা দাগ নম্বর ও ম্যাপসহ সাইনবোর্ডে উল্লেখ করণ।

চ। এই এলাকার মধ্যে অবস্থিত সরকারি অফিস/সংস্থা/দপ্তর সমূহকে এ বিষয়ে পত্রের মাধ্যমে অবগত করণ।

৭। উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তেজগাঁও বিমান বন্দরের নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তিসহ সাইনবোর্ড স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে (বরাত খ)।

৮। আপনাদের সহযোগীতার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ।

শাহ্ জুলফিকার আলী
লেফটেন্যান্ট কর্নেল
পক্ষে পিএসও

সংলগ্নীঃ

১। তেজগাঁও বিমান বন্দরের আশে পাশের এলাকায় ভবন/স্থাপনা নির্মাণের প্রাপ্য উচ্চতা/সীমাবদ্ধতা এর ম্যাপ - ০১ (এক) পাতা।
২। Airfield Obstruction Clearance – 01 (one) page.

বিতরণ ঃ
বহির্গমন ঃ
কার্যক্রম ঃ

মন্ত্রীপরিষদ সচিব
মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সচিব
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন কমপ্লেক্স, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা